দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

128

দানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৯৮৭ সনের স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষায় রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে—মোঃ ইউনুছ আলী, ঢাকা কেন্দ্র, ক্রমিক নং-১৯৬৮৩ তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

১৯৮৫ সনের মাষ্টার ডিগ্রী পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা। তারা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কত ছিনিমিনি খেলতে চান। আমরা ১৯৮৫ সনের (সনাতন) মাস্টার ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। আগামী ১৫ই আগস্ট আমাদের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তুতি পর্ব যখন চরম পর্যায়ে তখনই আমাদের মতামত উপেক্ষা করে দুই মাস ১০ দিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হলো। এর পরিণাম আমাদের অনেকের জন্য কি হতে পারে তা কি তারা একবার ভেবে দেখেছেন? আমাদের চাকরির বয়স কি তারা ফিরিয়ে দিতে পারবেন? যদি না পারেন তাহলে পরীক্ষা পিছানো ছাড়া আমাদের জন্য কল্যাণকর কোন পদক্ষেপ কি নেই? আমরা আমাদের পিতা-মাতার কাছে আর কত চাইবো? কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, আমাদের জীবন নিয়ে এই খেলা বন্ধ করুন। আমরা পরীক্ষা পিছানোর বিরোধিতা করছি।

রহমান,
১১১ শাহজাহানপুর, ঢাকা।

রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী দের পরীক্ষা

আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৮৭ সালের স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের আলাদাভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু এ বৎসর তাদের আলাদাভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পরবর্তী বছরের নিয়মিত অনিয়মিত ছাত্রছাত্রীদের সাথে তাদের পরীক্ষা (একটি বিষয়ে) দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যবস্থা রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মোটেই কল্যাণ কর হতে পারে না। কেননা ১৯৮৮ সালে যারা স্নাতক ডিগ্রী পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে তাদের সাথে রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নেয়া হলে তাদের একটি বছর পিছিয়ে যাবে এবং তারা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

এ অবস্থায় স্নাতক ডিগ্রী ৮৮ সনের পরীক্ষার্থীদের সাথে ৮৭-এর রেফার্ড প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করে পূর্বের ন্যায় তাদের আলাদা ভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ